ইনোভেশন প্রকল্পের

গল্প

বেশ কিছুদিন আগের কথা। বিএসসি (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন) অফিসে এক লোককে প্রায়ঃশ ঘোরাফেরা করতে দেখতাম। লোকটিকে দেখে কেমন যেন মায়া হতো, বুকের ভেতরে হাহাকার করতো। ভাবলাম, ডেকে জিজ্ঞেস করি- আপনি কে ? কি হয়েছে আপনার ? আবার নিজে নিজেই চমকে উঠতাম। নাহ –যদি কিছু মনে করে লোকটি। তবুও একদিন সব সঙ্কোচ দূর করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম – কে আপনি? কি হয়েছে আপনার ? কেন আপনি বিএসসি অফিসে ঘোরাঘুরি করেন? লোকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- আমার নাম মোসলেম উদ্দিন। আমি বিএসসি'র জাহাজে মালামাল (বিভিন্ন স্টোর্স) সরবরাহ করেছি। বললাম – তার মানে আপনি একজন সাপ্লায়ার (সরবরাহকারী)। মাথা নেড়ে লোকটি হ্যাঁ সুচক উত্তর দিল।

- তো এখন কি হয়েছে? লোকটি বলল জাহাজে মালামাল সরবরাহের কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যে ৩ নম্বর সিগন্যাল থাকা সত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জাহাজে মালামাল পৌঁছে দিয়েছি। এরপর ডেলিভারী চালান নিয়ে এসে এসএসএম(শিপ স্টোর্স ম্যানেজমেন্ট) বিভাগে দাখিল করেছি। কিন্তু প্রায় ২০ দিন হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত এসএসএম বিভাগ থেকে বিল পরীক্ষা- নিরীক্ষা হয়ে অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপিত হয়নি। আরো যে কতদিন লাগে কে জানে? এরপরে তো আছে হিসাব বিভাগে গিয়ে ধরনা দেয়া। এদিকে বিএসসি অফিসে ও জাহাজে প্রায় ১০/১২ বার আসা-যাওয়া করতে হয়েছে এবং এতে প্রায় ৬,৫০০ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে। লোকটির কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করেই মনের মধ্যে একটা আইডিয়া চলে এলো। আমি বললাম- জাহাজে মালামাল সরবরাহের পুরো কাজটিতো ম্যানুয়েলি হয়েছে তাই না? যদি নথি অনুমোদন, দরপত্র আহবান এবং কার্যাদেশ প্রদান সব কিছুই অনলাইনভিত্তিক করা হয় তবে কেমন হয়? কারণ হিসেবে মোসলেম সাহেবকে জানালাম – এখন-ই নথিতে কোন কাজ বেশিদিন পেন্ডিং রাখা যাবে না। সবকিছু দ্রুত হয়ে যাবে। বার বার আপনাকে অফিসেও আসতে হবে না।শুধু মাত্র ১/২ বার আসলেই হবে। মোসলেম উদ্দিন সাহেব সাথে সাথে হেসে বললেন- যদি এটা হয় তাহলেতো খুব ভাল হয়। আমার মত সাপ্লায়াররা আর কষ্ট পাবে না। সেই থেকে শুরু হলো আমার ইনোভেশন আইডিয়া নিয়ে পথ চলা।

  যার শিরোনাম দিলাম –"জাহাজে মালামাল সরবরাহের সেবা সহজীকরণ"।

যেখানে আগে জাহাজ থেকে ডাকযোগে চাহিদাপত্র জাহাজ মেরামত বিভাগে আসতো। সেটি এখন অনলাইনে আসে এবং জাহাজ মেরামত বিভাগ হতে ই- নথিতে শিপ স্টোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। শিপ স্টোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ হতে ই- নথির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয় এবং সরবরাহকারীর ডাটাবেইজ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ই-মেইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহকরঃত দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ই-মেইলের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ শেষে জাহাজ হতে অনলাইনের মাধ্যমে ডেলিভারী চালান গ্রহণপূর্বক আনুসাঙ্গিক দলিলাদিসহ বিল সরবরাহকারী কর্তৃক শিপ স্টোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত বিল আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বিল পরিশোধের জন্য হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়। হিসাব বিভাগ অনলাইনে সরবরাহকারীদের ব্যাংক হিসাবে বিল পরিশোধপূর্বক এসএমএস এর মাধ্যমে তা সরবরাহকারীকে অবহিত করে।

পরবর্তীতে এক সপ্তাহ পূর্বে তার সাথে (জনাব মোসলেম উদ্দিন) আবার দেখা হলে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল- স্যার এখন বিএসসিতে সরবরাহ করতে আর ভোগান্তি পোহাতে হয় না। এখন দুইবার বিএসসিতে আসলেই চলে। চেকের জন্য আর অফিসে আসতে হয় না। আমার ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা হয়ে যায়।

- এখন আর মোসলেম উদ্দিন- দেরকে আগের মতো বিএসসি অফিসে আসতে হয় না। আগে জাহাজে মালামাল সরবরাহ থেকে শুরু করে সরবরাহকারীদেরকে বিল প্রাপ্তি পর্যন্ত যেখানে ৩৫ দিন সময় লাগত এখন সেখানে ১৫ দিন লাগে এবং ২ বার মাত্র যাতায়ত করে ২৫০০ টাকা মাত্র খরচ করেই কাজ সমাধা হয়। মোসলেম উদ্দিনসহ সব সাপ্লায়ারদের মুখে এখন হাসি এবং মালামাল সরবরাহে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি বিএসসির জাহাজে বাণিজ্যিক সূচীর বিপর্যয় ঘটছে না, সংস্থা অর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং বিএসসির সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইনোভেশন টিম ও সাব-কমিটি
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।